গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
আইন-১ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.১০.১৫/১২১

তারিখ: ২৪ চৈত্র' ১৪২৫ / ০৭ এপ্রিল' ২০১৯

বিষয়: "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৯'' চূড়ান্ত করণের লক্ষে জনমত যাচাই সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Rules of Business 1996 rule 31 A (1) অনুযায়ী "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৯'' চূড়ান্ত করণের লক্ষে বহুলপ্রচার ও জনমত যাচাই করার জন্য এ বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।

০২। এমতাবস্থায়, "মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৯'' এর উপর মতামত গ্রহণের নিমিত্তে ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, law1@moedu.gov.bd ই-মেইল ঠিকানায় ০৭.০৪.২০১৯ তারিখ হতে ২৮.০৪.২০১৯ তারিখ এর মধ্যে মতামত গ্রহণ করা হবে।

সংযুক্তিঃ খসড়া আইনের কপি -০৮ (আট) পাতা।

০৭.০৪.২০১৯

মোহা: লিয়াকত আলী
উপসচিব
ফোনঃ ০২-৯৫৬৩৫১৬

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৩১.০২.১০.১৫/১২১

তারিখ: ২৪ চৈত্র' ১৪২৫ / ০৭ এপ্রিল' ২০১৯

অনুলিপিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৪। অফিস কপি।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৯ (খসড়া)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্বিন্যস্ত অথবা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে আনীত
বিল

যেহেতু বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পুনঃসংগঠন, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৩৩ নং অধ্যাদেশ) রহিতক্রমে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল—

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**—(১) এই আইন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে,

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে; এবং

(৩) ইহা অনতিবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২. **সংজ্ঞার্থ**—বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে নিম্নরূপ বুঝাইবে—

(ক) 'অধ্যক্ষ' অর্থ একটি কলেজের অথবা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রধান, তাঁহাকে যে পদবিতেই ডাকা হউক;

(খ) 'উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়' অর্থ মাধ্যমিক স্তরসহ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান;

(গ) 'উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা' অর্থ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিসংক্রান্ত শিক্ষা এবং নিম্নরূপ শিক্ষাসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :

(১) মানবিক শিক্ষা;
(২) বিজ্ঞান শিক্ষা;
(৩) ব্যবসায় শিক্ষা;
(৪) প্রযুক্তি শিক্ষা;
(৫) ইসলাম শিক্ষা;
(৬) কলা শিক্ষা;
(৭) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা;
(৮) কৃষি শিক্ষা;
(৯) শিল্প শিক্ষা;
(১০) সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা এবং

(১১) সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক যেভাবে নির্ধারণ করা যায় সেই অনুযায়ী অন্যান্য ধরনের পেশাগত, বৃত্তিমূলক ও বিশেষ শিক্ষা :

তবে শর্ত থাকে, সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা উল্লিখিত যে-কোনো ধরনের শিক্ষাকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা হিসাবে ঘোষণা নাও করিতে পারে।

ইহা ব্যতীত সরকার কর্তৃক ভবিষ্যতে ঘোষণা করা হইবে এইরূপ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) 'কলেজ' অর্থ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বোর্ড কর্তৃক পাঠদানের অনুমোদন অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর শ্রেণিসমূহ রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর শ্রেণি পাবলিক অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত;

(ঙ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(চ) 'প্রজ্ঞাপন' অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন;

(ছ) 'প্রধান শিক্ষক' অর্থ একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রধান, তাঁহাকে যে পদবিতেই ডাকা হউক;

(জ) 'প্রবিধানমালা' অর্থ এই আইনের অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা;

(ঝ) 'বোর্ড' অর্থ এই আইনের ধারা ৩-এর উপধারা (১), (২), (৩)-এর অধীন স্থাপিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড;

(ঞ) 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়' অর্থ নবম ও দশম শ্রেণিসহ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানকারী বোর্ড-অনুমোদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান;

(ট) 'মাধ্যমিক শিক্ষা' অর্থ ৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা এবং নিম্নের শিক্ষাসমূহ ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(১) সাধারণ শিক্ষা;
(২) বিজ্ঞান শিক্ষা;
(৩) প্রযুক্তি শিক্ষা;
(৪) শিল্পগত শিক্ষা;
(৫) কৃষি শিক্ষা;
(৬) ব্যবসায় শিক্ষা;
(৭) স্বাস্থ্য শিক্ষা;
(৮) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা;
(৯) প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা;
(১০) সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ড কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করা যায় সেই অনুযায়ী অন্যান্য ধরনের পেশাগত, বৃত্তিমূলক ও বিশেষ শিক্ষা :

তবে শর্ত থাকে, সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা উল্লিখিত যে-কোনো ধরনের শিক্ষাকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মাধ্যমিক শিক্ষা হিসাবে ঘোষণা নাও করিতে পারে;

অধ্যায় ২
বোর্ড

৩. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন—(১) এই আইনের অধীন এবং এই আইনের বিধানাবলি-অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন, ব্যবস্থাপন, তত্ত্বাবধান, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক বোর্ড স্থাপিত হইবে;

(২) এই আইন বলবৎ হইবার তারিখ হইতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ (যেসকল বোর্ড ইতঃপূর্বে The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961 মূলে স্থাপিত হইয়াছে) এই আইনবলে স্থাপিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে;

(৩) বোর্ড একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে। ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তি করিবার এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষমতা থাকিবে, তবে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং বোর্ড উক্ত নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে;

(৪) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, পরিচালন ও উন্নয়নের ক্ষমতা বোর্ডের উপর অর্পিত হইবে;

(৫) নূতন বোর্ড স্থাপন—(ক) ধারা ৩-এ যাহাই বলা হউক না কেন, সরকার উপযুক্ত মনে করিলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন, ব্যবস্থাপন, তত্ত্বাবধান, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এক অথবা একাধিক নূতন বোর্ড স্থাপন করিতে পারিবে যাহাতে সুনির্দিষ্টভাবে বোর্ডের নাম ও ইহার অধীন এলাকা উল্লেখ থাকিবে;

(খ) উপধারা ক-এর অধীন স্থাপিত বোর্ড একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ধারণ করিবার ক্ষমতা থাকিবেন এবং বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তি করিবার এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষমতা থাকিবে তবে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। বোর্ড স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে; এবং

(গ) উপধারা ৫-ক-এর অধীন স্থাপিত নূতন বোর্ড অথবা বোর্ডসমূহের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর পূর্ববর্তী বোর্ডের সকল এক্তিয়ার রহিত হইবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, পরিচালন ও উন্নয়নের ক্ষমতা স্থাপিত নূতন বোর্ড অথবা বোর্ডসমূহের উপর অর্পিত হইবে।

৪. বোর্ড গঠন—নিম্নরূপ সদস্যগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে—

(১) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে;

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ অথবা বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড অথবা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যানগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন চেয়ারম্যান;

(৩) সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন এলাকায় অবস্থিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ (এক) জন অধ্যাপক যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন পরিচালক;

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক অথবা যুগ্মপরিচালক;

(৬) সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন এলাকায় অবস্থিত স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন অধ্যক্ষ;

(৭) সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন এলাকায় অবস্থিত সহশিক্ষা প্রচলিত রহিয়াছে এইরূপ কলেজ অথবা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন অধ্যক্ষ;

(৮) সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক (বালক) বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রধান শিক্ষক;

(৯) সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অধীন এলাকায় অবস্থিত মাধ্যমিক (বালিকা) বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা প্রধান শিক্ষক;

(১০) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি;

(১২) সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আই.সি.টি.); এবং

(১৩) সংশ্লিষ্ট বোর্ডের সচিব ইহার সদস্য-সচিব হইবেন।

৫. বোর্ডের সদস্যগণের নাম প্রকাশ—বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনয়নপ্রাপ্ত অথবা নিয়োগকৃত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ক্ষেত্রবিশেষে যেরকম হইতে পারে তাহার মনোনয়ন অথবা নিয়োগের পরে যত শীঘ্র সম্ভব প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে।

৬. বোর্ডের মনোনয়নপ্রাপ্ত অথবা নিয়োগকৃত সদস্যগণের মেয়াদ—(১) এই আইনের বিধানসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও সচিব ব্যতীত বোর্ডের ১ (এক) জন মনোনীত অথবা নিয়োগকৃত সদস্য ধারা ৫-এর অধীনে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁহার নাম যে তারিখে প্রকাশিত হইবে সেই তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য স্বীয় পদে আসীন থাকিবেন এবং এই মেয়াদের অবসানের পরে তিনি সরকারের সন্তুষ্টিসাপেক্ষে পুনঃমনোনয়ন অথবা পুনঃনিয়োগের জন্য যোগ্য হইতে পারিবেন;

(২) বোর্ডের যে-কোনো সদস্য চেয়ারম্যান বরাবর পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে, সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৩) ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রপতি অথবা সরকার লিখিতভাবে আদেশ দ্বারা যে-কোনো সময়ে চেয়ারম্যান অথবা নিয়োগকৃত অথবা মনোনীত বোর্ডের যে-কোনো সদস্যকে অপসারণ করিতে পারিবেন যদি রাষ্ট্রপতি অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সরকার বিবেচনা করে যে জনস্বার্থ অথবা বোর্ডের স্বার্থের জন্য এইরূপ অপসারণ প্রয়োজন অথবা সমীচীন।

৭. বোর্ডের সদস্যপদের জন্য অযোগ্যতা—(১) কোনো ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন অথবা নিয়োগের জন্য যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ প্রমাণিত হন;

(খ) দেউলিয়াত্ব হইতে মুক্ত না হন;

(গ) দেউলিয়াত্ব হইতে মুক্ত হইয়াও আদালত হইতে এইমর্মে সার্টিফিকেট লাভ না করেন যে তাহার দেউলিয়াত্ব তাহার অসদাচরণের ফলে নহে বরং ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছিল; অথবা

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে কোনো আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন, যদি না তাহাকে যে অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহা ক্ষমা করা হয় অথবা তাহার সাজা ভোগের পর ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হয়;

(২) মনোনয়ন অথবা নিয়োগের তারিখে কোনো ব্যক্তির করা ৭-এর উপধারা ক-এ উল্লিখিত যে-কোনো অযোগ্যতা থাকিলে তাহার মনোনয়ন অথবা নিয়োগ বাতিল হইবে; এবং

(৩) বোর্ডের কোনো মনোনীত অথবা নিয়োগকৃত সদস্য তাহার মনোনয়ন অথবা নিয়োগের পর ধারা ৭-ক উপধারা ১-এ উল্লিখিত যে-কোনো অযোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে।

৮. আকস্মিক শূন্যতাপূরণ—(১) যখন বোর্ডের একজন মনোনীত অথবা নিয়োগকৃত সদস্যের সদস্যপদ ত্যাগ, মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে শূন্য হয়, তাঁহার শূন্যপদে ধারা (৪)-এর সংশ্লিষ্ট দফায় বর্ণিত পদ্ধতিতে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নূতন একজন সদস্য নিয়োগ প্রদান করা যাইবে; এবং

(২) ধারা ৬-এর উপধারা (১)-এ বর্ণিত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারম্যান ব্যতীত বোর্ডের একজন মনোনীত অথবা নিয়োগকৃত সদস্য তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত উক্ত মেয়াদের অবসান দ্বারা সৃষ্ট শূন্যতা এই অধ্যাদেশের বিধান-অনুযায়ী পূরণ করা না হয়।

৯. নিম্নরূপ ব্যক্তিগণ বোর্ডের কর্মকর্তা হইবেন—

১. চেয়ারম্যান;
২. সচিব;
৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;
৪. কলেজ পরিদর্শক;
৫. বিদ্যালয় পরিদর্শক;
৬. উপপরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা); এবং
৭. সরকার ও বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

১০. পরিদর্শন—(১) সরকার কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বোর্ড পরিদর্শন করাইতে পারিবে এবং বোর্ডের কার্যক্রম ও তহবিল এবং বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা সম্পর্কে বোর্ডকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং বোর্ডের যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করাইতে পারিবে। সরকার এইরূপ পরিদর্শন অথবা তদন্তের ফলাফল বোর্ডকে অবহিত করিতে পারিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরামর্শ প্রাপ্তির পরে বোর্ড যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অথবা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, বোর্ড সেই সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে এবং যেক্ষেত্রে যুক্তিসংগত সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বোর্ড কর্তৃক কোনো কার্যকর ব্যবস্থা সরকারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী গ্রহণ করিতে পারিবে না, সেইক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকিলে, তাহা বিবেচনা করিয়া সরকার যেভাবে বিবেচনা করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান এইরূপ নির্দেশ পালন করিবেন; এবং

(২) এই ধারার উল্লিখিত বিধানসমূহের কোনো ক্ষমতা ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার লিখিতভাবে আদেশ প্রদান করিবার মাধ্যমে বোর্ডের যে-কোনো কার্যক্রম অথবা যে-কোনো কমিটি বাতিল করিতে পারিবে যদি সরকার সন্তুষ্ট হয়, এই জাতীয় কার্যক্রম এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে :

তবে শর্ত থাকে, সরকার এইরূপ কোনো আদেশ প্রদানের পূর্বে চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বোর্ড অথবা কমিটিকে এই জাতীয় একটি আদেশ কেন দেওয়া হইবে না সেই ব্যাপারে কারণ দর্শাইবে।

১১. চেয়ারম্যানের নিয়োগ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব—(১) চেয়ারম্যান বোর্ডের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার যেসকল শর্ত স্থির করিবে সেই শর্তে তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

(২) ছুটি, অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো কারণে যখন সাময়িক অথবা অন্যভাবে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয়, তখন চেয়ারম্যান-এর অনুপস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য বোর্ডের কর্মরত ২য় জ্যেষ্ঠতম কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী ও অ্যাকাডেমিক কর্মকর্তা হইবেন এবং বোর্ড সভা ও ধারা ১৬ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিটিসমূহের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৪) চেয়ারম্যান-এর কর্তব্য হইবে, এই আইন ও প্রবিধানসমূহের বিধানসমূহ বিশ্বস্ততার সহিত প্রতিপালন, বাস্তবায়িত হইল কি না তাহা নিশ্চিতকরণ এবং তিনি এই উদ্দেশ্যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

(৫) বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্য হইতে উদ্ভূত কোনো জরুরি অবস্থায় চেয়ারম্যান অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় ইহা অবগতির জন্য উপস্থাপন করিবেন;

(৬) সরকার কর্তৃক চেয়ারম্যানকে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে অথবা বিধি এবং প্রবিধানে তাঁহাকে এইরূপ কোনো ক্ষমতা প্রদান করা হইলে, চেয়ারম্যান এইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;

(৭) চেয়ারম্যান বোর্ডের মুখ্য নির্বাহী এবং অ্যাকাডেমিক কর্মকর্তা হইবেন এবং যখন উপস্থিত থাকিবেন তখন নিম্নরূপ কমিটিসমূহের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন—

(ক) বোর্ড;
(খ) অ্যাকাডেমিক কমিটি;
(গ) নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি;
(ঘ) অর্থ কমিটি
(ঙ) আপিল অ্যান্ড আর্বিট্রেশন কমিটি;
(চ) নাম সংশোধন কমিটি;
(ছ) বয়স সংশোধন কমিটি;
(জ) পরীক্ষা কমিটি;
(ঝ) শৃঙ্খলা কমিটি;
(ঞ) বিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটি; এবং
(ট) কলেজ মঞ্জুরি কমিটি;

(৮) বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যে সৃষ্ট কোনো জরুরি অবস্থা এবং যাহার কারণে চেয়ারম্যানের মতানুযায়ী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক হয়, তিনি যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এইভাবে গৃহীত ব্যবস্থা অনুমোদনের নিমিত্ত বোর্ডের পরবর্তী সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবেন; এবং

(৯) চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য ক্ষমতা এবং প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন।

১২. বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ—(১) চেয়ারম্যানসহ সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণ ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন; এবং

(২) বোর্ডের সকল কর্মচারী প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন।

১৩. বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদমর্যাদা, চাকুরির শর্ত ও নিয়মাবলি—বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শৃঙ্খলা বিধিমালাসহ পদমর্যাদা, চাকুরির শর্ত ও নিয়মাবলি, ছুটি বিধিমালা এবং অবসর বিধিমালাসমূহ প্রবিধানমালা-অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

১৪. চেয়ারম্যান ব্যতীত কর্মকর্তাদের পদসমূহে অস্থায়ী শূন্যতা পূরণ—বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তার পদসমূহে অস্থায়ী অথবা সাময়িক শূন্যতা প্রবিধানমালা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পূরণ করিতে হইবে।

১৫. সভা পরিচালনা—চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে বোর্ডের কোনো সভাতে যাঁহারা উপস্থিত রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ১ (এক) জন সদস্য বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং কোনো বিষয়ে ভোট প্রদানের প্রাপ্তাধিকার রাখিবেন এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে একটি দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট তাঁহার থাকিবে এবং তিনি তাহা প্রয়োগ করিবেন।

১৬. ভোট প্রদানে বিধিনিষেধ—(১) বোর্ডের নিকট উপস্থাপিত কোনো বিষয়ে কোনো সদস্যের স্বার্থ জড়িত থাকিলে তিনি ভোট প্রদানে বিরত থাকিবেন; এবং

(২) কোনো সভায় ধারা ১৬-এর উপধারা ১-এর অধীন কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হইলে চেয়ারম্যান অথবা ক্ষেত্রমতে, সভাপতিত্বকারী সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং এই সম্পর্কে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৭. নির্বাহী—বোর্ডের চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হিসাবে কার্য করিবেন।

১৮. বোর্ডের ক্ষমতা—(১) এই আইনের বিধানসাপেক্ষে বোর্ড তাহার অধিক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সংগঠন, ব্যবস্থাপন, তত্ত্বাবধান, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ক্ষমতা রাখিবে;

(২) ধারা ১৮-এর উপধারা ১ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া বোর্ডের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) বোর্ডের পরীক্ষাসমূহের জন্য নির্দেশাবলি প্রণয়ন;

(খ) দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের অনুমতি প্রদান অথবা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও স্বীকৃতি মঞ্জুর;

(গ) বোর্ড আরোপিত শর্তাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থ অথবা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি অথবা স্বীকৃতি স্থগিত অথবা প্রত্যাহার;

(ঘ) কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও নিবন্ধন নিয়মাবলি এবং তাহাদের বদলিসংক্রান্ত নিয়মাবলি নির্ধারণ;

(ঙ) কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং রীতি নির্ধারণ;

(চ) বোর্ডের কর্মকর্তা অথবা বোর্ড উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরকম অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োজনবোধে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন;

(ছ) উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের অথবা অন্য যে-কোনো পর্যায়ের শিক্ষা সমপনান্তে পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান, পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ;

(জ) বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের ফলপ্রকাশ;
(ঝ) বোর্ড-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান যাহারা বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তকরণ;
(ঞ) শিক্ষক এবং কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের গভর্নিং বডি অথবা ম্যানেজিং কমিটির বিরোধসমূহে সালিশি ও সালিশির ব্যবস্থাকরণ;
(ট) সরকারের নিকট বোর্ডসংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে মতামত পেশ;
(ঠ) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং এই আইনের বিধানসমূহ পালনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকদের সংখ্যা, পদবি, বেতনাদি, ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্তি নির্ধারণ;
(ড) বোর্ডের পদসমূহ সৃষ্টি ও বিলুপ্তিকরণসহ সকল প্রশাসনিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ :

তবে শর্ত থাকে, অনধিক ৬ (ছয়) মাস মেয়াদের জন্য অস্থায়ী পদসমূহ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা চেয়ারম্যানের থাকিবে।

(ঢ) প্রবিধানমালা কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করা হইতে পারে সেইরূপ ফি নির্ধারণ, দাবি ও আদায়;
(ণ) উপহার ও দানকৃত সম্পদ গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা এবং বৃত্তি, পদক ও পুরস্কারসমূহ প্রচলন এবং বিতরণ;
(ত) এই আইন এবং প্রবিধানমালা কর্তৃক ইহার নিকট ন্যস্ত দায়িত্বসমূহ পালন এবং ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিয়া চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন;
(থ) ইহার কার্য পরিচালনার নিমিত্ত ভবন, প্রাঙ্গণ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পুস্তক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় সংস্থান; এবং
(দ) দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সংগঠন, ব্যবস্থাপন, তত্ত্বাবধান, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবে সেইরূপ অন্যান্য কার্য এবং বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(৩) বোর্ড তাহার যে-কোনো ক্ষমতা চেয়ারম্যান অথবা বোর্ডের অন্য কোনো কর্মকর্তা অথবা এই আইনের অধীন গঠিত কমিটি অথবা উপকমিটির নিকট যেরূপ উপযুক্ত গণ্য করিবে সেই অনুযায়ী অর্পণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ যে-কোনো অর্পণ প্রত্যাহার করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে, এই উপধারার অধীন কোনো প্রবিধান প্রণয়ন করিবার কোনো ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না।

১৯. কমিটি গঠন—(১) বোর্ড নিম্নরূপ কমিটিসমূহ গঠন করিবে—
(ক) অর্থ কমিটি;
(খ) নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি;
(গ) প্রবিধান প্রণয়ন কমিটি;
(ঘ) আপিল ও আরবিট্রেশন কমিটি;
(ঙ) অ্যাকাডেমিক কমিটি;
(চ) পাঠ্যক্রম কমিটি এবং পড়ালেখার কোর্সসমূহের কমিটি;

(ছ) বিজ্ঞান শিক্ষা কমিটি;
(জ) প্রযুক্তি শিক্ষা কমিটি;
(ঝ) শিল্প শিক্ষা কমিটি;
(ঞ) কৃষি শিক্ষা কমিটি;
(ট) ব্যবসায় শিক্ষা কমিটি;
(ঠ) শারীরিক শিক্ষা কমিটি;
(ড) নারী শিক্ষা কমিটি;
(ঢ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা কমিটি;
(ণ) পরীক্ষা কমিটি;
(ত) বয়স সংশোধন কমিটি;
(থ) পাঠদান ও স্বীকৃতি কমিটি অথবা কমিটিসমূহ;
(দ) সনদ সমতুল্যকরণ কমিটি;
(ধ) নাম সংশোধন কমিটি;
(ন) শৃঙ্খলা কমিটি;
(প) ক্রয় কমিটি;
(ফ) বিক্রয় কমিটি;
(ব) খেলাধুলা কমিটি; এবং
(ভ) এইরূপ অন্যান্য কমিটি অথবা কমিটিসমূহ যেরকম বোর্ড এই আইনের বিধানসমূহ পূরণকল্পে প্রয়োজন বিবেচনা করে।

(২) ধারা ১৯-এর উপধারা ১-এ অধীন কমিটিসমূহের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০. বোর্ডের সভা—(১) বোর্ড প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে ন্যূনতম ০২ (দুই) টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত করিবে;
(২) বোর্ডের বাজেট সভা প্রতিবৎসরের ৩১ মার্চ অথবা তাহার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে;
(৩) বোর্ডের কোনো সভায় ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত না হইলে, কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে, কোরামের অভাবে কোনো মুলতুবি সভার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

অধ্যায় ৩
অর্থ

২১. বাৎসরিক প্রতিবেদন ও বাজেট প্রাক্কলন—(১) সচিব বিগত অর্থবৎসরের বোর্ডের কার্যসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন বোর্ডের বাজেট সভায় উপস্থাপন এবং তাহার সহিত একটি বাজেট প্রাক্কলন পেশ করিবেন যাহা প্রবিধানমালা কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে পেশ করিতে হইবে, যাহাতে পরবর্তী অর্থবৎসরের বোর্ডের অনুমিত আয় ও ব্যয় প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং
(২) বাজেট প্রাক্কলন যখন বোর্ড কর্তৃক নিশ্চিত করা হইবে এবং প্রবিধানমালা কর্তৃক যেভাবে নির্ধারিত হয় সেই মেয়াদের মধ্যে এবং তাহা অনুমোদনের নিমিত্ত সরকারের নিকট অগ্রায়ণ করিতে হইবে এবং সরকার বোর্ড কর্তৃক যেভাবে বাজেট প্রাক্কলন পেশ করা হইয়াছে সেই অনুযায়ী অনুমোদন করিবেন অথবা

চেয়ারম্যানের সহিত আলোচনাক্রমে তাহাতে সেই জাতীয় সংশোধনসমূহ আনয়ন করিবেন যেরূপ সরকার প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন।

২২. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তহবিল—(১) স্থাপিত প্রত্যেক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা তহবিল নামে পৃথক পৃথক তহবিল গঠিত হইবে যাহাতে জমা হইবে—

(ক) এই আইনের যে-কোনো বিধান-এর অধীন আদায়কৃত ফিসমূহ;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ডের প্রাপ্ত দান, উপহার অথবা নিজস্ব সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা হইতে আয়; এবং

(গ) সরকারের নিকট হইতে বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত অন্যান্য অর্থ অথবা এই আইনের প্রদত্ত কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে-কোনো উৎস হইতে বোর্ড কর্তৃক প্রাপ্ত সকল আয় সরকারি ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হবে।

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তহবিল, বোর্ডের নিকট অর্পিত হইবে এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশ্বাসের ভিত্তিতে বোর্ড কর্তৃক ধারণ এবং বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হইবে; এবং

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুকূলে প্রদেয় সকল অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত একটি ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে অথবা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

২৩. মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা তহবিলের ব্যবহার—

(১) মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা তহবিল হইতে নিম্নের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যয় করা যাইবে না, কেবল এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং ধারা ২১-এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটে সংস্থানকৃত না হইলে এই জাতীয় অর্থ ব্যয় করা যাইবে না অথবা যদি না তাহা বোর্ড কর্তৃক পুনর্বিভাজন অথবা উপযোজন করা হয়;

(২) ধারা ২৩-এর উপধারা ১-এর বিধানাবলিসাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা তহবিল ব্যবহার করা হইবে—

(ক) নিরীক্ষার ব্যয় পরিশোধ;

(খ) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতনভাতাদি ও অন্যান্য প্রাপ্তি পরিশোধ;

(গ) কাগজ, ফর্ম, দলিলাদি, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরীক্ষাসংক্রান্ত সকল উপকরণ, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি যাহা এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় পরিশোধ;

(ঘ) বোর্ডের সদস্যগণ এবং তাহার অধীনে কমিটিসমূহের সদস্যগণের ভাতাদি পরিশোধ;

(ঙ) বোর্ডের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান, পরিচালনা এবং ফল প্রকাশের কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক যেরকম নিয়োজিত হইতে পারে সেই অনুযায়ী ব্যক্তিদের পারিতোষিক পরিশোধ;

(চ) আকস্মিক এবং মূলধনী ব্যয় পরিশোধ; এবং

(ছ) এই আইনের বিধানসমূহ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে এবং সেই অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক অন্য যে-কোনো ব্যয় পরিশোধ।

২৪. **হিসাব**—বোর্ড প্রবিধানমালা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ধরন অনুযায়ী উহার সকল প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করিবে।

২৫. **নিরীক্ষা**—(১) বোর্ডের হিসাবসমূহ প্রতিবৎসর একবার সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষক দ্বারা এই হিসাব পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইতে হইবে; এবং

(২) বোর্ড এবং বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য, কর্মকর্তা এবং চাকুরিজীবীর দায়িত্ব হইবে যে বোর্ডের হিসাবসমূহ পরীক্ষা ও নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষককে সহযোগিতা প্রদান করা এবং নিরীক্ষক প্রদত্ত অধিযাচন (requisition) প্রতিপালন করা।

২৬. **নিরীক্ষা প্রতিবেদন**—(১) নিরীক্ষক হিসাব নিরীক্ষান্তে একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন ও বোর্ডের নিকট এই জাতীয় প্রতিবেদনের দুইটি অনুলিপি প্রেরণ করিবেন। অতঃপর বোর্ড প্রবিধানমালা-অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের নিকট ইহার পর্যবেক্ষণসহ প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি অগ্রায়ণ করিবেন; এবং

(২) ধারা ২৮-এর বিধানাবলিসাপেক্ষে সরকার নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৭. **প্রত্যাখ্যান**—(Dis allowance)

(১) নিরীক্ষক বর্তমানে বলবৎ আইনে বারিত আছে এইরূপ যে-কোনো পরিশোধ অগ্রাহ্য করিবেন এবং যেসব ব্যক্তি ইহা করিয়াছেন অথবা যে কর্তৃপক্ষ ইহা অনুমোদন করিয়াছেন তাহাদের নিকট হইতে ইহা আদায়ের জন্য সুপারিশ করিবেন;

(২) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ঘাটতি অথবা ক্ষতির পরিমাণ ধার্য করিবেন যাহার ত্রুটি অথবা অবহেলার কারণে এই জাতীয় ঘাটতি অথবা ক্ষতির সৃষ্টি হইয়াছে;

(৩) যে-কোনো পরিমাণ অর্থ যাহা হিসাবে আনা যাইত কিন্তু হিসাবে আনা হয় নাই তাহা সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধার্য করিবেন, যে ব্যক্তি ইহার জন্য হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছে;

(৪) এই ধারার অধীন প্রতিটি নাকচ এবং চার্জ ধার্য করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে পাওনা উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে প্রত্যয়ন পেশ করিবেন; এবং

(৫) এই জাতীয় প্রত্যয়নের একটি অনুলিপি বোর্ডের নিকট এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ধারা ২৬-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত প্রতিবেদনটি বোর্ডের নিকট পেশ করিবার তারিখ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

২৮. **আপিল**—(১) যাহার নিকট হইতে একজন নিরীক্ষক ধারা ২৭-এর অধীন কোনো অর্থ পাওনা হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন তিনি প্রত্যয়নের একটি অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ হইতে পঁয়তাল্লিশ দিবসের মধ্যে সরকারের নিকট এই জাতীয় আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন; এবং

(২) সরকার এই জাতীয় আপিল প্রাপ্তির পর যে ব্যক্তি আপিল করিয়াছেন তাহাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া সরকার যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন এবং সরকার এই জাতীয় আপিল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

২৯. **প্রত্যয়িত অর্থ পরিশোধ**—(১) কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ধারা ২৭-এর অধীন অর্থ পাওনা হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়িত অনুলিপি ঐ ব্যক্তি প্রাপ্তির পর হইতে যদি তিনি ধারা ২৮-এর অধীন এক মাসের মধ্যে একটি

আপিল দায়ের না করেন তাহা হইলে ধার্য করা সকল অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা তহবিলে পরিশোধ করিতে হইবে;

(২) ধারা ২৯-এর উপধারা ১-এর বিধানসমূহ অনুযায়ী কোনো অর্থ যাহা পরিশোধ করা হয় নাই অথবা যদি ধারা ২৮-এর অধীন একটি আপিল দায়ের করা হইয়া থাকে, এই জাতীয় অর্থ যেভাবে সরকার পাওনা হইয়াছে মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিত সেইভাবে বোর্ড অর্থ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে—

(ক) সরকারি চাকুরিজীবী অথবা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা অথবা অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রবিধানমালা কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি অনুযায়ী তাহার বেতন হইতে কর্তনের মাধ্যমে অথবা সরকারি দাবি অনুসারে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি দাবি অনুসারে।

(৩) সরকারি দাবি পুনরুদ্ধার আইন, ১৯১৩-এর ধারা ৪ অনুযায়ী এই জাতীয় দাবি আদায় ও পরিশোধযোগ্য, অতঃপর এই অর্থ বোর্ডের তহবিলে জমা হইবে।

অধ্যায় ৪
বিবিধ

৩০. শিক্ষক-কর্মচারীর চাকুরির সাধারণ শর্তাবলি—(১) বোর্ড অনুমোদিত কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীর চাকুরি নিম্নের সাধারণ শর্তাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে—

(ক) তিনি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা সাহায্য করিবার জন্য চাঁদা প্রদান করিবেন না অথবা অন্য কোনোভাবে সাহায্য করিবেন না অথবা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিরূপ মনোভাব উস্কাইয়া দিতে পারে এইরূপ কোনো কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা বাংলাদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ঘৃণা অথবা শত্রুতার অনুভূতিসমূহ সৃষ্টি করিতে পারে অথবা জনগণের শান্তি বিনষ্ট করিতে পারে এইরূপ কোনো কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(খ) তিনি বাংলাদেশের কোনো স্থানীয় সরকার অথবা আইন প্রণয়নকারী সভার কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে প্রচারণা, হস্তক্ষেপ অথবা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না অথবা প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) যে-কোনো ব্যক্তি ধারা ৩০-এর উপধারা ১-এর ক-তে বর্ণিত চাকুরির যে-কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক তাহার পদ হইতে অপসারণ অথবা যে-কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(৩) ধারা ৩০-এর উপধারা ২-এ উল্লিখিত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যানের নিকট আপিল করিতে পারিবেন। তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এই জাতীয় আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

৩১. দণ্ডবিধি ১৮৬০ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী—বোর্ড এবং এই আইনের অধীনে গঠিত প্রত্যেকটি কমিটির প্রত্যেক সদস্য এবং এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের দণ্ডবিধি (Penal code XLV of 1860)-এর ২১ নং ধারা অনুযায়ী একজন সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩২. দায়মুক্তি—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে যাহা করিয়াছেন অথবা করা হইবে মর্মে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা, বিচারিক কার্যক্রম, অথবা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৩. বৈধতা দান—এই আইনের অধীন গৃহীত কার্যক্রম কেবল নিম্নরূপ কারণে অবৈধ হইবে না—

(১) এই আইনের অধীন গঠিত বোর্ড অথবা কোনো কমিটিতে কোনো শূন্যতা অথবা ত্রুটি;

(২) ধারা ১৬-এর বিধানের ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোনো বিষয়ে ভোট প্রদান করা হইলে; এবং

(৩) সম্পাদিত কার্যাবলির গুণাগুণ ক্ষুণ্ন করিবে না এইরূপ কোনো ত্রুটি অথবা অনিয়ম।

৩৪. অবসর ভাতা, পেনশন ও ভবিষ্য তহবিল—(১) বোর্ড ইহার কমকর্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীর সুবিধার জন্য পেনশন ও ভবিষ্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে এবং প্রবিধানমালায় বর্ণিত শর্তাবলিসাপেক্ষে যখন একটি ভবিষ্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে এই জাতীয় তহবিলের ক্ষেত্রে ভবিষ্য তহবিল আইন ১৯২৫-এর বিধানবলি প্রযোজ্য হইবে;

(২) যদি বোর্ড ধারা ৩৪-এর উপধারা ১-এর অধীন একটি কন্ট্রিবিউটরি ভবিষ্য তহবিল গঠন করে তাহা হইলে বোর্ডের সকল কর্মচারী প্রতিমাসে তাহার মূল বেতনের ৮.৩৩ অংশ ঐ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন এবং বোর্ড প্রতিমাসে প্রতিজনের চাঁদার বিপরীতে সমপরিমাণ চাঁদা প্রদান করিবে;

(৩) ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা এবং কন্ট্রিবিউশনের আমানতের শর্ত ও নিয়মাবলি এবং ইহা হইতে উত্তোলন এবং অগ্রিমের শর্ত ও নিয়মাবলি প্রবিধানমালা কর্তৃক যেভাবে নির্ধারিত হইবে সেই অনুযায়ী হইবে।

৩৫. অবসরের বয়স—বোর্ডের একজন স্থায়ী কর্মচারী যেদিবসে তাহার বয়স ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবে সেইদিবস অপরাহ্নে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন।

৩৬.আনুতোষিক—(১) কোনো কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী চাকুরিকালীন মারা গেলে অথবা দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতার কারণে অক্ষম হইলে, তাঁহার পরিবার বোর্ডের অধীন চাকুরিকালীন প্রতিবৎসরের জন্য একমাসের বেতনের সমপরিমাণ একটি আনুতোষিক প্রাপ্ত হইবেন;

(২) ধারা ৩৬-এর উপধারা ১-এর অধীন আনুতোষিকের শর্ত ও নিয়মাবলি প্রবিধানমালা কর্তৃক যেরকম নির্ধারিত হইবে সেইরকম হইবে।

৩৭. বোর্ড সদস্যদের চুক্তিসম্পর্কিত বিধিনিষেধ—বোর্ডের কোনো সদস্য বোর্ডের সহিত প্রত্যক্ষভাবে অথবা কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে বোর্ডের কোনো বিষয়ে কোনোরূপ চুক্তি করিতে পারিবেন না।

৩৮. বোর্ডের বিষয়াবলিতে আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিদের বোর্ড অথবা কমিটির সদস্য হইবার ক্ষেত্রে বাধা—কোনো ব্যক্তি যাহার বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কোনো পরীক্ষার জন্য শিক্ষাকোর্স হিসাবে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোনো পুস্তকে আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে অথবা এই জাতীয় কোনো পুস্তক প্রকাশ, সংগ্রহ অথবা সরবরাহ করে এইরূপ কোনো ফার্মে অংশীদার অথবা অন্য কোনো উপায়ে আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে তিনি বোর্ডের একজন সদস্য অথবা এই আইনের অধীনে গঠিত কোনো কমিটির সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না এবং এই জাতীয় কোনো স্বার্থ অর্জনের পর তিনি আর সদস্য থাকিবেন না।

৩৯. প্রবিধানমালা—(১) বোর্ড সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(২) বিশেষত এবং ধারা ৩৯-এর উপধারা ১-এ প্রদত্ত ক্ষমতার সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন না করিয়া বোর্ড নিম্নের বিষয়সমূহের সকল অথবা যে কোনোটির জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে—

(ক) বোর্ডের কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) বোর্ড এবং কমিটিসমূহের সভাসমূহ পরিচালনা;

(গ) সনদসমূহ মঞ্জুর, স্থগিত ও বাতিল;

(ঘ) এই জাতীয় সনদসমূহের জন্য পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার কোর্সসমূহ প্রণয়ন ও নির্ধারণ;

(ঙ) কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অনুমোদন ও স্বীকৃতি মঞ্জুর করা এবং এই জাতীয় অনুমোদন অথবা স্বীকৃতি স্থগিত অথবা প্রত্যাহার;

(চ) বেসরকারি কলেজ, বেসরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি মাধ্যমিক ও বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর পরিচালনা পরিষদসমূহ তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহাদের গঠন,ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ;

(ছ) বেসরকারি কলেজ, বেসরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি মাধ্যমিক ও বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের চাকুরির শর্ত ও নিয়মাবলি;

(জ) বোর্ডের পরীক্ষাসমূহে প্রার্থীদের অংশগ্রহণের শর্ত এবং সনদ লাভের যোগ্যতা;

(ঝ) পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং প্রকৃতি নির্ধারণ;

(ঞ) বোর্ডের পরীক্ষা ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ফি নির্ধারণ এবং গ্রহণ;

(ট) বোর্ডের সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠান, পরিচালনা এবং ফলাফল ঘোষণা;

(ঠ) বোর্ড কর্তৃক সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তর এবং এই জাতীয় অর্জন, দখল এবং হস্তান্তর অথবা ধারা ৩-এর উপধারা ৩ ও ৪-এ বর্ণিত অন্য কোনো কার্যের নিয়মাবলি;

(ড) বোর্ডের কর্মকর্তাদের নিয়োগের পদ্ধতি;

(ঢ) চেয়ারম্যান কর্তৃক উহার কর্মকর্তাগণ ব্যতীত বোর্ডের কর্মচারীদের নিয়োগের পদ্ধতি;

(ণ) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার জন্য বিধিসমূহ, ছুটি বিধিমালা এবং বোর্ডের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ বিধিমালাসহ চাকুরির পদমর্যাদা, শর্ত ও নিয়মাবলি;

(ত) ধারা ১৪-এর অধীন বোর্ডের কর্মকর্তাগণের পদসমূহের সাময়িক ও অস্থায়ী শূন্যপদসমূহ পূরণ পদ্ধতি;

(থ) বোর্ডের অনুমিত আয় ও ব্যয়সম্পর্কিত বিবরণী প্রস্তুত এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেট প্রাক্কলনের নিমিত্ত সরকারের নিকট অগ্রায়ণ;

(দ) একটি হিসাব নির্দেশিকা (Manual) প্রণয়ন অথবা বোর্ডের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিবার পদ্ধতি ও ধরন নির্ধারণ;

(ধ) নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি অথবা বোর্ডের পর্যবেক্ষণসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট অগ্রায়ণ;

(ন) পেনশন ও ভবিষ্য তহবিল অথবা কেবল কন্ট্রিবিউটরি ভবিষ্য তহবিল হইতে প্রাপ্য সুবিধার পদ্ধতি ও শর্তাবলি;

(প) আনুতোষিকের শর্ত ও নিয়মাবলি;

(ফ) বোর্ড ও কমিটিসমূহের সভাতে উপস্থিত হইবার জন্য সদস্যদের ভ্রমণভাতা, দৈনিক-ভাতা ও সম্মানি নির্ধারণ;

(ব) ধারা ১০-এবং ২৬-এর অধীনে সরকারের নিকট প্রতিবেদন, জবাব এবং বিবরণীসমূহ উপস্থাপন;

(ম) অন্যান্য বিষয় যাহা প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা করা যাইবে; এবং

(৩) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধানমালা সাধারণ সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৪০. **প্রবিধানমালা**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রণীত প্রবিধানমালা এই আইনের ধারা ৩৯-এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৪১. **বিধিমালা**—বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত কমিটিসমূহ বোর্ডের অনুমোদনসাপেক্ষে এই আইন এবং প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ বিধিমালা প্রণয়ন করিবে—

(১) সভা পরিচালনা পদ্ধতি ও কোরাম গঠনের সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ; এবং

(২) কমিটিসমূহের সহিত একান্তভাবে সম্পর্কিত সেই সকল বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাহা এই আইন এবং প্রবিধানমালাতেও উল্লেখ করা হয় নাই।

৪২. **অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা**—(১) এই আইন বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এবং সেই সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না মনোনীত এবং নিয়োগকৃত সদস্যগণ, চেয়ারম্যান ব্যতীত মনোনীত অথবা নিয়োগকৃত হচ্ছেন, চেয়ারম্যান এবং পদাধিকারবলে সদস্যগণ বোর্ড এবং এই আইনের অধীন গঠিত ইহার কমিটিসমূহের সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন; এবং

(২) বোর্ডের সকল সদস্য মনোনয়ন এবং নিয়োগের পর এই আইনের অধীন কমিটিসমূহ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত বোর্ড কমিটিসমূহের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবে।

৪৩. **অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ**—বোর্ড স্থাপনে অথবা বোর্ডের সদস্যদের প্রথম সভাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে এই আইনের বিধানসমূহ প্রথমে কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে অসুবিধার উদ্ভব হইলে সরকার বোর্ডের প্রথম সভার পূর্বে যে-কোনো সময়ে এই আইনের বিধানসমূহের সহিত সংগতিপূর্ণ যে-কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যাহা তাহার নিকট অসুবিধা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় অথবা সমীচীন প্রতীয়মান হয়।

৪৪. **রহিতকরণ ও হেফাজত**—(১) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল;

(২) মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৬১ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও ইহার অধীনে কোনো বিধি, প্রবিধান, আদেশ এবং নিয়োগ যাহা করা হইয়াছে অথবা কোনো কিছু করা হইয়া থাকিলে অথবা কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে অথবা কার্যক্রম আরম্ভ করা হইয়া থাকিলে অথবা কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করা হইয়া থাকিলে অথবা কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হইয়া থাকিলে অথবা উক্ত আইনের বিধানসমূহের অধীন যাহা প্রণয়ন করা, নেওয়া, আরম্ভ, জারি অথবা প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইলে তাহা ততটুকু কার্যকর থাকিবে যতটুকু পর্যন্ত না তাহা এই আইনের বিধানসমূহের পরিপন্থি এবং এই আইনের অনুরূপ বিধানসমূহের অধীনে তাহা প্রণীত, করা, নেওয়া, আরম্ভ, জারি অথবা প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৪৫. **দেওয়ানি মামলার ব্যাপারে বাধানিষেধ**—সরকার অথবা বোর্ড অথবা চেয়ারম্যান অথবা বোর্ডের অন্য কোনো কর্মকর্তা অথবা এই আইনের অধীন গঠিত কোনো কমিটি কর্তৃক এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো কার্য করা হইয়া থাকিলে, কোনো আদেশ জারি করা হইয়া থাকিলে অথবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না অথবা অন্যভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাইবে না।